بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

তাহরিক জদীদের নব-বর্ষের বরকতময় ঘোষণা

আহমদী সদস্যদের আর্থিক কুরবাণীর আলোকে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মর্ডানোস্থ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ, লণ্ডনে প্রদত্ত ৮ নভেম্বর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পবিত্র কুরআন থেকে সূরা বাকারার ২৮ নম্বর আয়াত পাঠ করেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"এর অর্থ হলো, তাদেরকে পথপ্রদর্শন করা তোমার দায়িত্ব নয়। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্তা'লা যাকে চান সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। আর যে উত্তম সম্পদই তোমরা খোদার পথে ব্যয় কর না কেন, প্রকৃত বিষয় হলো তোমরা এরূপ ব্যয় কেবল আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাক। অতএব এর উপকারও তোমাদের নিজেদেরই হবে। আর যে উত্তম সম্পদই তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদেরকে পুরোপুরি ফেরত দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আমরা কাউকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করতে পারি ঠিকই, কিন্তু এটি আবশ্যক নয় যে, তাকে তাতে প্রতিষ্ঠিতও রাখতে পারব। এই কাজ আল্লাহ্তা'লা নিজ হাতে নিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই পথে চলার চেষ্টার পাশাপাশি দোয়াও করে, আল্লাহ্তা'লার কৃপায় সে লক্ষ্যস্থলেও পৌঁছতে পারে। অতএব শুভ পরিণতির জন্য আবশ্যক হলো, আমরা যেন হেদায়েত লাভের পর তাঁর কাছে দোয়াও করতে থাকি এবং তাঁর কৃপা যাচনা করতে থাকি । যাতে করে আমাদের পরিণতি ভাল হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি আল্লাহ্তা'লা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন তা হলো, তোমরা উত্তম সম্পদ থেকে যা-ই ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্তা'লার পথে নেক উদ্দেশ্যে পবিত্র সম্পদ থেকে যা ব্যয় করা হয় তা হাজার গুণ অধিক হারেও লাভ হতে পারে এবং লাভ হয়। আহমদীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠায় আর এই কথা জানায় যে, কীভাবে আমরা আল্লাহ্তা'লার পথে কুরবানী করেছি আর কীভাবে আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে বাড়িয়ে তা দান করেছেন। কাজেই, আল্লাহ্তা'লা বলেন, আমি ঋণ রাখি না। তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় নিজেদের পবিত্র সম্পদ থেকে আমার ধর্মে র খাতিরে, আমারই নির্দেশে ব্যয় কর তাই আমিও তোমাদের বর্ধিত করে ফেরৎ দেব, কিন্তু শর্ত হলো; সম্পদ পবিত্র হতে হবে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্তা'লার কৃপাধন্য এমন হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ আহমদী রয়েছেন, তাঁদের মধ্য হতে কয়েকজনের দৃষ্টান্ত আজ আমি বর্ণনা করব। কুরবানী বা ত্যাগের এই দৃশ্য আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর যুগ থেকেই প্রত্যক্ষ করছি।

সিয়েরালিওন থেকে লোনসো অঞ্চলের একজন মুবাল্লিগ লিখেন যে, একজন নবাগত আহমদী হচ্ছেন কামারা সাহেব। তাকে যখন তাহরীকে জাদীদ এর গুরুত্ব এবং চাঁদার কল্যাণরাজি সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন এই নব আহমদী আম-চাঁদ প্রদান করার পাশাপাশি তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদাও পরিশোধ করেন। তাঁর কাছে সামান্য অর্থ অবশিষ্ট্য রয়ে যায়, তিনি সেই অর্থ দিয়ে মাসিক চাল ক্রয় করতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই অর্থও তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় আসেন এবং বলেন, আমি যেদিন তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেছিলাম তার পরদিন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান আমাকে জানায় যে, আমরা তোমার বদলি নতুন ডিপার্টমেন্টে করে দিয়েছি। আর নতুন ডিপার্টমেন্টে বেতনও দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেশি। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার ফলে আল্লাহ্তা'লা অনুগ্রহ করেন এবং কল্যাণ দান করেন বলে আমি শুনেছিলাম। আল্লাহ্তা'লা সেসব কল্যাণের একটি ঝলক আমাকেও

দেখিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আমি প্রতি মাসে আম-চাঁদার পাশাপাশি তাহরীকে জাদীদের চাঁদাও আদায় করবো।

এরপর সিয়েরালিওনের পোর্ট লোকো অঞ্চলের মুবাল্লেগ সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। গ্রামের এক আহমদী হলেন মুহাম্মদ সাহেব। তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে যে পরিমাণ চাঁদা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন তা তার পক্ষে আদায় করা সম্ভব হয় নি। বছর যখন শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ,তিনি বলেন, তখন আমার কাছে কয়েক কাপ চাউল ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তিনি সেই চাউল বিক্রি করে ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করে দেন। তিনি বলেন, এর পরদিন আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় এক বস্তা চাউল এবং কিছু টাকা উপঢৌকন স্বরূপ আমাকে পাঠান। তিনি বলেন, এতে আমার ঈমান অনেক দৃঢ় হয়েছে। আমি মাত্র কয়েক কাপ চাউল আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়েছিলাম আর আল্লাহ্‌তা'লা এর বিনিময়ে আমাকে একশ' কেজি দান করেছেন, সেই সাথে কিছু অর্থও দান করেছেন।

যুক্তরাজ্যের একজন মহিলা আছেন। তার সাথে আল্লাহ্‌তা'লার ব্যবহারের মাধ্যমে ঈমানী ক্ষেত্রে তার অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, তাহরীক জাদীদের চাঁদা আমি ইতোমধ্যে পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে লাজনা ইমাইল্লার স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবার পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাই যে, লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের আরো কিছু অর্থে র প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমার কাছে যে অতিরিক্ত অর্থ ছিল, তার পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই। পরের দিন আমি আমার ব্যাংক একাউন্ট দেখে বিস্মিত হয়ে যাই, কেননা চাঁদা হিসেবে আমি যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেছিলাম তার চার গুণ অর্থ আমার কোম্মানির পক্ষ থেকে আমার একাউন্টে জমা করা হয়েছিল ঘুণাক্ষরেও যার প্রত্যাশা আমি করি নি। বুরকিনা ফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেন, কোলোমের এক ভদ্রলোক হলেন সাওয়াডো সাহেব। তাহরীকে জাদীদের খাতে তিনি প্রতি মাসে একশত ফ্রাঙ্ক চাঁদা দিতেন। একবার কোন একজন উপহারস্বরূপ তাকে তিনটি ছাগল প্রদান করে, যার মধ্য থেকে একটি তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং বাকি দুটি নিজের কাছে রাখেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার ছাগলে এত বরকত প্রদান করেন যে, বর্তমানে তিনি অনেক গবাদি পশুর মালিক এবং একশ' ফ্রাঙ্কের পরিবর্তে এখন মাসে এক হাজার ফ্রাঙ্ক প্রদান করা শুরু করেছেন।

ভারত থেকে কর্ণাটক প্রদেশের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর ইব্রাহীম সাহেব (একটি ঘটনা) লিখেন, গুলবার্গা-র একজন খাদেম ব্যাঙ্গালোরের একটি কোম্পানিতে মাসিক বিশ হাজার রুপি বেতনে চাকরি পান। (ইব্রাহীম সাহেব) বলেন, তাকে হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) বর্ণিত মানসম্মত কুরবানীর বরাতে বেতনের অর্ধেক চাঁদা প্রদান করতে আহ্বান করা হয়; তখন তিনি তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও দশ হাজার রুপির ওয়াদা করেন। তার আত্মীয়-স্বজনরা বলেন, সবে তুমি নতুন চাকরি পেয়েছ, তোমার এতটা ওয়াদা করা উচিত নয়; এক মাসের বেতনের অর্ধেক দিতে সমস্যা হবে। এতে তিনি বলেন, হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করবে, ততক্ষণ খোদাতা'লার ফিরিশতারা তার মাঝে শক্তি ও সামর্থ সৃষ্টি করে না; তাই আমি তো অবশ্যই এটা দিব। (ইব্রাহীম সাহেব) বলেন, এই ঘটনার কয়েকদিন যেতেই আরেকটি কোম্পানিতে তিনি চাকরি পান, যেখানে তিনি আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় মাসে এক লাখ সাতাশ হাজার রুপি বেতন পাচ্ছেন; আর তিনি বলেন, এটাও চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে।

এরপর ভারতের কেরালা প্রদেশের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর লিখেন, এখানে আমাদের কেরোলাই-এর একজন নিষ্ঠাবান আহমদী আছেন। তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীকারীদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং স্বতন্ত্র অবস্থানে আছেন। তিনি এ-বছরের জন্য ১৫ লক্ষ রুপির ওয়াদা লিখান। কিন্তু সারা বছর ওয়াদার বিপরীতে মাত্র ২ লক্ষ রুপি আদায় করতে পেরেছিলেন। সময় স্বল্প ছিল, অত্যন্ত বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এই চিন্তায় ছিলেন যে, কীভাবে এই চাঁদা আদায় হবে এবং (হুযূর বলেন,) আমাকেও তিনি চিঠি লিখতে থাকেন । তিনি লেখেন আর্থিক বছরের শেষ দিন অতিবাহিত হচ্ছে, দোয়া করুন আল্লাহতা'লা যেন নিজ কৃপায় ওয়াদা আদায়ের সামর্থ্য দান করেন। তিনি বলেন, কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হতেই একটি বড় অংক তার এ্যাকাউন্টে জমা হয়। তা থেকে তিনি শুধু তার ওয়াদার টাকা-ই আদায় করেন নি, বরং (এই খাতে) অতিরিক্ত একটি বড় অংকও প্রদান করেন।

অতঃপর বেনিন-এর নাতি অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, কতম্‌পোতি জামা'তের এক বন্ধুকে যখন চাঁদার কথা বলা হয় তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ৩ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা প্রদান করেন। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি এত বাড়িয়ে কীভাবে দিলেন; তিনি বলেন, চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে আমি অনেক অলসতা প্রদর্শন করে থাকি। আমি দেখেছি যে, এতে পেরেশানি বৃদ্ধি পায় এবং ফসলও ভালো হয় না। আর শেষবার আমি যখন চাঁদা

দিয়েছিলাম তখন এই ভেবে দিয়েছিলাম যে, দেখি, এর বরকতে কীভাবে লাভবান হই। অতএব আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, সত্যিই চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য হতেসাহায্য করেন, আমাদের চাহিদ পূর্ণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সব দেশেই আল্লাহ্তা'লা মানুষকে কুরবানীর পর স্বীয় আশিস বর্ষণের দৃশ্য দেখান। মস্কো-র মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, উজবেকিস্তানের একজন বন্ধু যায়ের সাহেবকে কিছুদিন পূর্বে তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যেও বলা হয় যেন তিনিও তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি জানান যে, বর্তমানে তিনি উজবেকিস্তানে টেক্সি চালাচ্ছেন এবং তার স্ত্রী সেলাইয়ের কাজ করছেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে একটি নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছেন যে, তাদের আয়কে তিন ভাগে ভাগ করবেন। তন্মধ্যে এক অংশ সন্তানদের জন্য, এক অংশ ঘরের জন্য এবং আরেক অংশ চাঁদা স্বরূপ আল্লাহ্র পথে কুরবানী করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সুখে শান্তিতে আছেন এবং খুব আনন্দের সাথে পারিবারিক জীবন কাটছে। যায়ের সাহেব বলেন, যখন থেকে তিনি চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছেন আল্লাহ্তা'লা বিশেষ কল্যাণ দান করছেন এবং তার আয় এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বিগত বছরগুলোতে কখনো এমন হয়নি।

জার্মানি জামা'তের এক মেয়ে লিখেন, যখন আমি দু ই মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম। তখন আমি অনেক দোয়া করেছিলাম এবং আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, প্রতি মাসে আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে একশত ইউরো প্রদান করব। আল্লাহ্তা'লার ফযলে বাকি সাত মাস নিরাপদে অতিবাহিত হয়ে যায়। যে সকল জটিলতা ছিল তা দূর হয়ে যায়। আল্লাহ্তা'লা নিজ অনুগ্রহে পুত্র সন্তান দান করেন। তিনি আরো বলেন, এখনও আমি আল্লাহ্তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতি মাসে তাহরীকে জাদিদ খাতে চাঁদা আদায় করে ওয়াদা পূর্ণ করছি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, পৃথিবীর এ অংশ, যা বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত এবং খোদাতা'লার সাথে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, এখানে আল্লাহ্তা'লা আহমদীদের ওপর নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করে একদিকে যেখানে নিজ সত্তার প্রমাণ দেন আর অন্যদিকে আহমদীয়াতের সত্যতাও তাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, একজন নবআহমদীকে যখন মুবাল্লেগ সাহেব তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে অংশ নেয়ার্য তাহরীক করেন। এতে তিনি পাঁচ লাখ ইন্দোনেশিয়ান রুপি দেয়ার ওয়াদা করেন। রমজান মাসে তিনি নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, একদিন তার কোন এক আত্মীয় তাকে উপহারস্বরূপ একটি খামে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহরীকে জাদীদের জন্য তা দান করেন। তাতে ঠিক পাঁচ লাখ ইন্দোনেশিয়ান রুপি ছিল।

এরপর শিশুদের মাঝে নিষ্ঠা এবং কুরবানীর গুরুত্বের চেতনা সংক্রান্ত বিপ্লবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর জামা'তের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। ঘানার মুবাল্লেগ লিখেন, একজন নয়-দশ বছরের তিফল কিছু টাকা নিয়ে আসে এবং তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দেয়। জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি আমার বাবা-মার কাছে চাঁদার জন্য টাকা চাই কিন্তু কোন কারণে টাকা পাই নি। তখন আমি একটি দোকানে মজদুরি করা আরম্ভ করি আর যে টাকা পাই তা চাঁদা হিসেবে প্রদান করছি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা তাদের ধনসম্পদ ও ঈমানে অনেক বরকত দান করুন। এভাবে কুরবানী করার ধারণা এখানকার শিশুদের মাঝে হয়ত হবে না যে, পরিশ্রম ও গতর খেটে অথবা বনজঙ্গলে থেকে কাঠ কেটে এরপর চাঁদা প্রদান করবে। এখানকার পরিস্থিতি ভালো। নিঃসন্দেহে এখানেও অনেক উত্তম উদাহরণ রয়েছে। কতক এমন শিশু রয়েছে যারা নিজেদের হাত খরচের পুরো অর্থ দান করে দিয়েছে। যাহোক, নিজ নিজ পরিবেশে সব স্থানেই আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার উদাহরণ বিদ্যমান। আল্লাহতায়ালা তাদের এই বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করতে থাকুন।

এখন আমি কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করব। আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর জামা'তকে যে ত্যাগ স্বীকার করার সৌভাগ্য দিয়েছেন আর যেভাবে জামা'তের সদস্যরা কুরবানী করে থাকে, এটি আল্ল াহ্তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন সাথে না থাকলে তা কখনই সম্ভব হতোনা। আল্লাহ্তা'লা-ই হৃদয় পরিবর্তন করে থাকেন আর আল্লাহ্তা'লা-ই স্বয়ং তাদের অন্তরে কুরবানি করার প্রেরণা সৃষ্টি করেন। আর এটাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সত্যতার একটি প্রমাণ।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্তা'লার কৃ পায় তাহরীকে জাদীদের ৮৫তম বছর গত ৩১

অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে আর ৮৬তম বছর আরম্ভ হয়েছে। এবছর তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যাবস্থাপনায় ১৩.৬ মিলিওন পাউন্ড কুরবানী করার সৌভাগ্য আল্লাহ দান করেছেন, এই আদায় আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় গত বছরের তুলনায় ৮ লাখ ২ হাজার পাউন্ড বেশি। এবছর পুরোপুরিভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছে জার্মানি। এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য। পূর্বে আমি যেহেতু পাকিস্তানকে তালিকার বাহিরে রাখতাম কেননা তারা প্রথম স্থানে থাকত, আর পাকিস্তানকে পৃথক রেখে অন্যান্য দেশের নাম ঘোষণা করতাম তাইএবারও পাকিস্তানের নাম দ্বিতীয় স্থানে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে পৃথক রেখে দশটি দেশের নাম উল্লেখ করব। জার্মানি প্রথম, পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য দ্বিতীয়,তারপর রয়েছে যথাক্রমে আমেরিকা, কানাডা, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ঘানা এবং মধ্যপ্র াচ্যের আরো একটি দেশ।

আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে পাকিস্তানসহ পৃথিবীর সকল স্থানেই সাধারণভাবেঅর্থ নৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটেছে। আর স্থানীয় মুদ্রায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে প্রথমে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, তারপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত যেখানে শতকরা হিসেবে অনেক বৃদ্ধি ঘটেছে। তারপর রয়েছে যথাক্রমে কানাডা, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ঘানা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া।

গত কয়েক বছর ধরে, আমি বলছিলাম অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করুন এবং এ উদ্দেশ্যে জামা'ত সমূহকে টাকার অংকের চেয়ে অধিক সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য টার্গেট দেয়া হচ্ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এ বছর এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হলো আঠারো লক্ষ সাতাশ হাজারের অধিক এবং এক লক্ষ বারো হাজার নতুন সদস্য চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। গত বছরের তুলনায় অংশগ্রহণকারীদের বড় জামা'ত সমূহের মাঝে রয়েছে বাংলাদেশ, কানাডা, মালয়েশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া।

কেন্দ্রীয় রেকর্ড অনুসারে তাহরীকে জাদীদের 'দফতর আউয়াল'-এর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ হাজার নয় শত সাতাশ জন। এদের মধ্যে ছত্রিশ জন সদস্য যারা আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় এখনও জীবিত আছেন তারা নিজেদের চাঁদা নিজেরাইপ্রদান করছেন। বাকি মৃত ব্যক্তিদের হিসাব তাদের উত্তরসূরীগণ এবং জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যগণ অব্যাহত রেখেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কুরবানীর দিক থেকে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো ক্যারোলাই প্রথম স্থানে, এরপর যথাক্রমে কাদিয়ান, পাথাপ্রিয়াম, হায়াদারাবাদ, কুয়েনবাটোর, প্যাঙ্গাডি, ব্যাঙ্গালুর, কালিকাট, কলকাতা এবং ইয়াদগির। প্রথম দশটি রাজ্য হলো যথাক্রমে কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, জম্মু কাশ্মীর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বাঙ্গাল, দিল্লি , উত্তর প্রদেশ। কাশ্মীরের সার্বিক অবস্থাও খুবই শোচনীয়। রাজনৈতিক দিক থেকেও এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও। এখানেও জামা'ত সমূহ অনেক কুরবানী করেছে।

আল্লাহ্‌তা'লা এই সকল কুরবানীকারীদের ধন ও জনসম্পদে প্রভূত বরকত দান করুন। (আমীন)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
8 November 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org